৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংক রেজল্যুশন ডিপার্টমেন্ট (বিআরডি)

বিআরডি সার্কুলার লেটার নং-০১

তারিখঃ ১৪ পৌষ, ১৪৩২ / ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রজ্ঞাপন নং- বিআরডি/১২-রেজল্যুশন/২০২৫-৭৫৩, তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, আপনাদের অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরিত হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আসাদুজ্জামান খান)
পরিচালক (বিআরডি)
ফোন: ৮৮০ ২২২২ ২৫১১০২

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

তারিখঃ ১৪ পৌষ, ১৪৩২ / ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

সূত্র নং-বিআরডি/১২-রেজল্যুশন/২০২৫-৭৫৩

যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি.-তে জালিয়াতিসহ ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে, এই সকল ব্যাংকের পূর্বতন পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এবং ফলশ্রুতিতে ব্যাংকসমূহের মূলধন, আমানত ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে; বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই সকল ব্যাংককে বিগত ১(এক) বৎসরের অধিককাল বিভিন্ন তারিখে তারল্য সহায়তা দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের আর্থিক অবস্থার কোন দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয় নাই; বরং তাহাদের তারল্য সংকট অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে এবং ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৯নং অধ্যাদেশ), অতঃপর 'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ' নামে অভিহিত, এর ১৫ ধারা মোতাবেক এই সকল ব্যাংক অকার্যকর (non-viable) ঘোষণা করিয়া ব্যাংকগুলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ করা হইয়াছে, এই প্রেক্ষাপটে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা সুসংহতকরণ এবং একটি শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা গঠনের প্রয়াসে জনস্বার্থে উক্ত অধ্যাদেশ এর ১৬ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একটি রেজল্যুশন স্কীম প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নরূপ রেজল্যুশন স্কীম প্রণয়ন করিল, যথা:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। - (১) এই রেজল্যুশন স্কীমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.** নামক একটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন শরিয়াহ্‌ভিত্তিক নতুন ব্যাংক স্থাপন করা হইয়াছে।

(২) এই রেজল্যুশন পরিকল্পনায় নতুন স্থাপিত ব্যাংকটির নিকট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি. যাহা এক্সিম ব্যাংক পিএলসি. নামে পরিচিত, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. এর দায়-সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে একীভূতকরণ কর্মকৌশলটি সামগ্রিকভাবে **"ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫"**, অত:পর **'রেজল্যুশন স্কীম'** নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই রেজল্যুশন স্কীমে-

(১) "ক, খ, গ শ্রেণির শেয়ারধারক" অর্থ ৪(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ক, খ ও গ শ্রেণির শেয়ারধারক;

(২) "ব্যাংক" অর্থ সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.;

(৩) "আমানতকারী" অর্থ এক্সিম ব্যাংক পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. এর আমানতকারী;

(৪) "কার্যকর তারিখ" অর্থ অত্র রেজল্যুশন স্কীম ঘোষণার তারিখ;

(৫)"প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারী" অর্থ কর্পোরেশন, কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রাস্ট এবং অন্য যে কোন সংস্থা, যাহারা ব্যক্তি পর্যায়ের আমানতকারী নহে;

(৬) "অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারী" অর্থ ঐ সকল আমানতকারীগণ যাহারা উপ-অনুচ্ছেদ ২(৫) অনুযায়ী "প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারী" নহেন; যাহারা ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে একক বা যৌথভাবে ব্যাংকে আমানত রাখেন এবং একক মালিকানাধীন ও যৌথ মালিকানাধীন ফার্মও এই সংজ্ঞার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "হ্রাসকৃত দায়" অর্থ রেজল্যুশন স্কীম অনুযায়ী হ্রাস করিবার পর আমানতকারী, পাওনাদার ও শেয়ারধারকদের নিকট দায়;

(৮) "হস্তান্তরকারী ব্যাংক" অর্থ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি.।

৩। **হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের নাম, ইত্যাদি**।- (১) এই রেজল্যুশন স্কীম এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্থাপিত **সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.** হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক হিসেবে অভিহিত হইবে। ইহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর আওতায় ব্যাংকটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হইয়াছে।

(৩) ক-শ্রেণির শেয়ার ধারকগণ ব্যাংকটির উদ্যোক্তা শেয়ার ধারক হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। **মূলধন**।-(১) ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা।

(২) ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৫,০০০ কোটি টাকা।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিশোধিত মূলধন নিম্নরূপভাবে গঠন করা হইবে:

(ক) সরকার কর্তৃক মূলধন বাবদ ২০,০০০ কোটি টাকা প্রদান করা হইয়াছে, যাহা রেজল্যুশন স্কীমে ক-শ্রেণির শেয়ার ধারক হিসাবে অভিহিত হইবে;

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত আমানতকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানীসমূহের স্থায়ী আমানতের অংশ হইতে ৭,৫০০ কোটি টাকা শেয়ারে রূপান্তরিত হইবে, যাহা রেজল্যুশন স্কীমে খ-শ্রেণির শেয়ারধারক হিসাবে অভিহিত হইবে;

(গ) ব্যাংক এবং ফাইন্যান্স কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীগণের স্থায়ী আমানতের অংশ হইতে ৭,৫০০ কোটি টাকা শেয়ারে রূপান্তরিত হইবে, যাহা রেজল্যুশন স্কীমে গ-শ্রেণির শেয়ারধারক হিসাবে অভিহিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচ্যুয়িটি, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি, রেজল্যুশনের আওতাভুক্ত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং বিদেশি দূতাবাসসমূহের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না। আরো শর্ত থাকে যে, শেয়ার ধারণ প্রসঙ্গে পরিবর্তিত কোন অবস্থার উদ্ভব হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **মূলধন পরিশোধ পদ্ধতি**।- ক-শ্রেণির শেয়ারধারকগণ নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত শেয়ারমূল্য পরিশোধ করিয়াছে। খ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণ হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত আমানতের বিপরীতে তাহাদের দায় (যদি থাকে) সমন্বয়ের পর নীট স্থিতির পরিমাণ হইতে অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত শেয়ারমূল্য পরিশোধ করিবে। এইক্ষেত্রে,খ-শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পরিমাণের শেয়ার ঐ শ্রেণিভুক্ত সকল শেয়ারধারককে আনুপাতিক (pro rata) ভিত্তিতে ধারণ করিতে হইবে। গ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণকেও খ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় শেয়ারমূল্য পরিশোধ ও শেয়ার ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি খ- অথবা গ-শ্রেণির শেয়ার ধারকগণের জন্য নির্ধারিত অংশের সম্পূর্ণ শেয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক যেইরূপ স্থির করিবে, সেইরূপে ঐ অবন্টিত শেয়ার বন্টন করা যাইবে।

৬। **ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের ব্যবহার**।-হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অনুমোদন সাপেক্ষে, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ এর আওতায় ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে নির্ধারিত মুনাফা হার ও শর্তাধীনে সময়ে সময়ে কর্জ/আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। **সম্পদ, দায় ইত্যাদি হস্তান্তর**।-(১) এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. এর সমুদয় ব্যবসা, সম্পদ, দায় এবং স্থিতিপত্র বহির্ভূত ঘটনা-সাপেক্ষ দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহ রেজল্যুশন স্কীম অনুযায়ী কার্যকর তারিখ হইতে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অস্থায়ী প্রশাসন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হস্তান্তরকারী ব্যাংকের দায়ের তালিকায় নাই কিংবা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োজিত স্বতন্ত্র নিরীক্ষক কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই, এইরূপ দায় পরিশোধে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. বাধ্য থাকিবে না।

(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সম্ভাব্য দায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অবলুপ্ত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মার্জিন হিসাবের স্থিতি তথা হস্তান্তরকারী ব্যাংকের দায় অত্র রেজল্যুশন স্কীম অনুযায়ী হ্রাস করা হইবে।

৮। **পরিচালক পর্ষদ**।- (১) প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ (সাত) জন পরিচালক সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে। পরিচালকদের মধ্য হইতে একজন পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ করা হইবে, যাহাদের আনুপাতিক সংখ্যা হইবে মোট পরিচালকদের অন্যূন ৫০%:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদেরকে ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বিধি-বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে জারীকৃত Fit and Proper Test এ উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৮(১) মোতাবেক গঠিত পরিচালক পর্ষদ-এর সদস্যগণ অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

৯। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**।- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাংক উহার প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করিবে।

১০। **ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও দায় হ্রাসকরণ**। (১) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের শেয়ারধারকগণের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৪০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শেয়ার ধারকের কোন দায় হস্তান্তরকারী ব্যাংকে থাকিলে উহা শেয়ারবাবদ তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয় করা হইবে;

আরো শর্ত থাকে যে, ব্যাংকের স্বার্থ বিরোধী বা আইনের পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য কোন শেয়ার ধারকের শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি তাহার শেয়ারের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

(২) হস্তান্তরকারী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদারাবা সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড এবং মুদারাবা পারপিচ্যুয়াল বন্ড এর যে পরিমাণ উহার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা ১০০% হারে হ্রাস করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড/গ্রাচ্যুইটির ক্ষেত্রে রেজল্যুশন স্কীমের এই শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) হস্তান্তরকারী ব্যাংকগুলিকে তারল্য সহায়তা বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত তহবিলের উপর ব্যাংক হার (Bank Rate) হইতে ১% কম হারে মুনাফা প্রদেয় হইবে।

(৪) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের অন্যান্য যে কোন দায় হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

১১। **আমানত**।-(১) হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহে চলতি, সঞ্চয়ী বা অনুরূপ হিসাবধারী আমানতকারীদের আমানত স্থিতি ঐ সকল ব্যাংকে তাহাদের স্ব স্ব দায় (যদি থাকে)-এর সমপরিমাণ সমন্বয় করিয়া হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট আমানতকারীদের হুবহু নামে ও হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে, যাহা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আমানতের উপর মুনাফার হার ব্যাংক হারের অধিক হইলে তাহা ব্যাংক হারে হিসাবায়নপূর্বক আমানত স্থিতি নির্ণয় করিতে হইবে।

(২) হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহে স্থায়ী আমানতের আসল (Principal) এর উপর ব্যাংক হারে হস্তান্তরের পূর্বদিন পর্যন্ত মুনাফা হিসাবায়ণ করিয়া ঐ সকল ব্যাংকে তাহাদের স্ব স্ব দায় (যদি থাকে)-এর সমপরিমাণ সমন্বয় করত: সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবসমূহের স্থিতির পরিমাণ নির্ণয় করা হইবে এবং হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক কার্যকর তারিখে সংশ্লিষ্ট আমানতকারীদের হুবহু নামে ও হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে, যাহা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আমানত হিসাবের সঠিকতা সম্পর্কে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত হিসাবের স্থিতির সঠিকতা নির্ণয়ে কার্যকর তারিখ হইতে অনধিক ৩(তিন) মাস পর্যন্ত সময়ে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক এইরূপ হিসাবের সঠিকতা নিরূপণ করিবে।

(৩) যেহেতু আইন মোতাবেক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত সুরক্ষিত, সেহেতু আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর আওতায় আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে বিধি মোতাবেক হস্তান্তরকারী ব্যাংকের যোগ্য আমানতকারীদের প্রদেয় অর্থ, যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল সাপেক্ষে, হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংককে প্রদান করা হইবে। হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক এই রেজল্যুশন স্কীমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে আমানত সুরক্ষা দায় পরিশোধ করিবে।

(৪) **প্রাতিষ্ঠানিক আমানত**।- (ক) প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের স্থায়ী বা শরিয়াহ ভিত্তিক অনুরূপ আমানত (৩-মাস ও তদূর্ধ্ব মেয়াদি) ব্যতীত অন্যান্য আমানত (চলতি, সঞ্চয়ী, এসএনডি ইত্যাদি) পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূচি অনুসৃত হইবে, যথা:

২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে যে কোন সময়
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৩ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৬মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৯মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১২মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৫মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৮মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ২১ মাস পর
অবশিষ্ট আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে ২৪ মাস পর

(খ) অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী স্থায়ী আমানতধারী প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীগণ কর্তৃক শেয়ার মূল্য বাবদ দায় পরিশোধের পর অবশিষ্ট স্থায়ী আমানত নির্ধারিত তারিখ হইতে ৫ বৎসরের মেয়াদি আমানত হিসেবে গণ্য হইবে এবং এর বিপরীতে ব্যাংক হার অপেক্ষা ১% কম সরল মুনাফা হার প্রযোজ্য হইবে। উক্ত মুনাফা আমানতকারীগণ বৎসরান্তে উত্তোলন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচ্যুয়িটি, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি, রেজল্যুশনের আওতাভুক্ত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং বিদেশি দূতাবাসসমূহের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক লেনদেনের সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(৫) **অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানত**।-(ক) অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের স্থায়ী বা শরিয়াহভিত্তিক অনুরূপ আমানত (৩-মাস ও তদূর্ধ্ব মেয়াদি) ব্যতীত অন্যান্য আমানত (চলতি, সঞ্চয়ী ইত্যাদি) পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূচি অনুসৃত হইবে, যথা:

২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে যে কোন সময়
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৩ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৬মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৯মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১২মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৫মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৮মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ২১ মাস পর
অবশিষ্ট আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে ২৪ মাস পর

(খ) অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের মেয়াদি/স্থায়ী বা শরিয়াহভিত্তিক অনুরূপ আমানতের দায় (৩-মাস ও তদূর্ধ্ব মেয়াদি) মেয়াদপূর্তির পূর্বে পরিশোধ করা যাইবে না। মেয়াদপূর্তির পর আমানতকারীর স্থায়ী আমানত পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূচি অনুসৃত হইবে, যথা:

২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে যে কোন সময়
৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩ বার নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।
৩ মাস উর্ধ্ব হইতে ৬ মাস পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২ বার নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।
৬ মাস উর্ধ্ব হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২ বার নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে ।
১ বৎসর উর্ধ্ব হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩ বৎসর মেয়াদি আমানত বলিয়া গণ্য হইবে।
২ বৎসর উর্ধ্ব হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪ বৎসর মেয়াদি আমানত বলিয়া গণ্য হইবে।
৩ বৎসর উর্ধ্ব হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ বৎসর মেয়াদি আমানত বলিয়া গণ্য হইবে।
৪ বৎসর এর উর্ধ্বের মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	মেয়াদ পূর্তির পর পরিশোধযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কিডনি ডায়ালাইসিস ও ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই স্কীমের শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী আমানতকারীগণ তাহাদের স্থায়ী আমানতের বকেয়া স্থিতির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত বিনিয়োগ/ঋণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) অন্যান্য দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরামর্শক্রমে মুনাফার হার ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৮) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরামর্শক্রমে, আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যে কোন সময়ে উপরিল্লিখিত আমানতসমূহ উত্তোলনের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা শিথিল বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১২। **প্রাথমিকভাবে উত্তোলনের অযোগ্যতা**।- কোনো মেয়াদি/স্থায়ী বা শরিয়াহ ভিত্তিক অনুরূপ আমানত রূপান্তর, স্থানান্তর বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কোনো নতুন হিসাব খোলা হইয়া থাকিলে, উক্ত নতুন হিসাব প্রাথমিকভাবে উত্তোলনের জন্য যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৩। **হস্তান্তরের পর হইতে আমানতের উপর প্রদেয় মুনাফা**।- হস্তান্তরের পর হইতে স্কীমের অন্তর্ভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী আমানত ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমানতের উপর এবং নতুন সংগৃহীত আমানতের উপর প্রদেয় মুনাফার হার সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক বাজারে বিদ্যমান হারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ধার্য করা হইবে।

১৪। **আন্তঃব্যাংক দায় (Inter-bank Liabilities)**।- আন্তঃব্যাংক দায় (Inter-bank Liabilities) সমন্বয় এবং মূলধন হিসাবে রূপান্তরিত দায় সমন্বয়ের পর হিসাবায়িত নীট দায় কার্যকর তারিখ হইতে ১০ বৎসরে প্রদেয় হইবে। এই ক্ষেত্রে নীট বকেয়া দায় স্থিতির উপর ব্যাংক হার অপেক্ষা ১% কম হারে মুনাফা প্রদেয় হইবে।

১৫। **হস্তান্তরকারী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি সমন্বয়**।- কার্যকর তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহের যে প্রভিশন ঘাটতি থাকিবে, তাহা পরবর্তী ১০(দশ) আর্থিক বৎসরে অর্জিত মুনাফা হইতে ক্রমান্বয়ে সমন্বয় করা যাইবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মেয়াদ ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থার নিরিখে হ্রাস/বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৬। **চেকবহি ও ব্যাংকিং দলিল ব্যবহারের অস্থায়ী স্বীকৃতি ও বৈধতা সংক্রান্ত বিধান**।- (১) এই রেজল্যুশন স্কিম কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্ন কোনো নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত, হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নামে বা পরিচয়ে মুদ্রিত, প্রকাশিত বা ব্যবহৃত সকল চেকবহি, ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন স্লিপ, ভাউচার, ফরম, রসিদ, আবেদনপত্র এবং অন্যান্য সকল ব্যাংকিং দলিল, যে নামেই বা যে পরিচয়েই মুদ্রিত বা উপস্থাপিত হউক না কেন, এই মর্মে গণ্য ও বিবেচিত হইবে যে উক্ত দলিলসমূহ হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের বৈধ ও অনুমোদিত দলিল।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী ব্যবহৃত ও উপস্থাপিত কোনো চেক, ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন স্লিপ, ভাউচার বা অন্যান্য ব্যাংকিং দলিলের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নাম, লোগো, সংক্ষিপ্ত নাম বা অন্যান্য পরিচিতি উল্লেখ থাকিবার কারণে উক্ত দলিলের বৈধতা, কার্যকারিতা বা গ্রহণযোগ্যতা কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হইবে না বা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক উক্ত দলিলসমূহ গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, নিষ্পত্তি ও হিসাবভুক্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হইবে এবং এই সংক্রান্ত সকল অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন সম্পাদিত বা নিষ্পন্নকৃত যে কোনো লেনদেন, প্রদান, গ্রহণ বা সমন্বয় আইনগতভাবে বৈধ ও বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে কোনো গ্রাহক, আমানতকারী, পক্ষ বা তৃতীয় পক্ষ কোনো আপত্তি, দাবি বা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে সংশ্লিষ্ট দলিলে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নাম বা পরিচয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৫) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক, প্রয়োজনে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে, পর্যায়ক্রমে নতুন চেকবহি, ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন স্লিপ ও অন্যান্য ব্যাংকিং দলিল ইস্যু করিতে পারিবে এবং সেই সময় পর্যন্ত এই ধারার বিধান বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

১৭। **হস্তান্তরকারী ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী**।- (১) কার্যকর তারিখের অব্যবহিত পূর্ব তারিখে হস্তান্তরকারী ব্যাংকে যাহারা চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা মামলা নাই, তাহারা নির্ধারিত দিনে ব্যাংকে স্থানান্তরিত (transferred) বলিয়া গণ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংকের চাকরিতে থাকিবেন, তাহাদের চাকরির শর্তাবলি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে এবং ইহাতে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্ত সুবিধাদি হ্রাস পায় তাহা হইলে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।

(২) কার্যকর তারিখে বা এর পরবর্তী কোন তারিখে হস্তান্তরকারী ব্যাংক এর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকে চাকরি না করিবার ব্যাপারে লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিলে, হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সহিত তাহার চাকরি সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্য রকম যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিনি হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) হস্তান্তরকারী ব্যাংক এর সহিত উহার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্য রকম যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে অথবা হস্তান্তরকারী ব্যাংক এর যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক বা চাকরি বিধি পরিপন্থি কর্ম কান্ডের প্রমাণ পাইলে যে কোন সময়ে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহাকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

১৮। **হিসাবের বহি বন্ধকরণ**।- কার্যকর তারিখের অব্যবহিত পূর্ব কার্যদিবস শেষে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের হিসাব বহিসমূহ বন্ধ হইবে।

১৯। **মামলা মোকদ্দমা**।- এক্সিম ব্যাংক পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত কার্যধারা **সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.** এর সহিত একত্রীকরণের তারিখে অনিষ্পন্ন থাকিবে, সেই সকল মামলা মোকদ্দমা **সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.** কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **কার্যক্রমের হেফাজত**।- হস্তান্তরকারী ব্যাংকের আমানতকারী ও পাওনাদারদের স্বার্থে রেজল্যুশন স্কীমের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরল বিশ্বাসে গৃহীত বা গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন কোন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৮৯, ৯০ ও ৯২ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২১। **শর্ত পরিবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংকের এখতিয়ার**।- বাস্তবতার নিরিখে এই স্কীমের কোন শর্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

২২। **ব্যাখ্যা**।- রেজল্যুশন স্কীমের কোন বিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Ahsan H. Mansur

(ড. আহসান এইচ. মনসুর)
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক